হাতে খড়ি

তৃতীয় সংখ্যা • বসন্ত সংখ্যা ১৪২৯

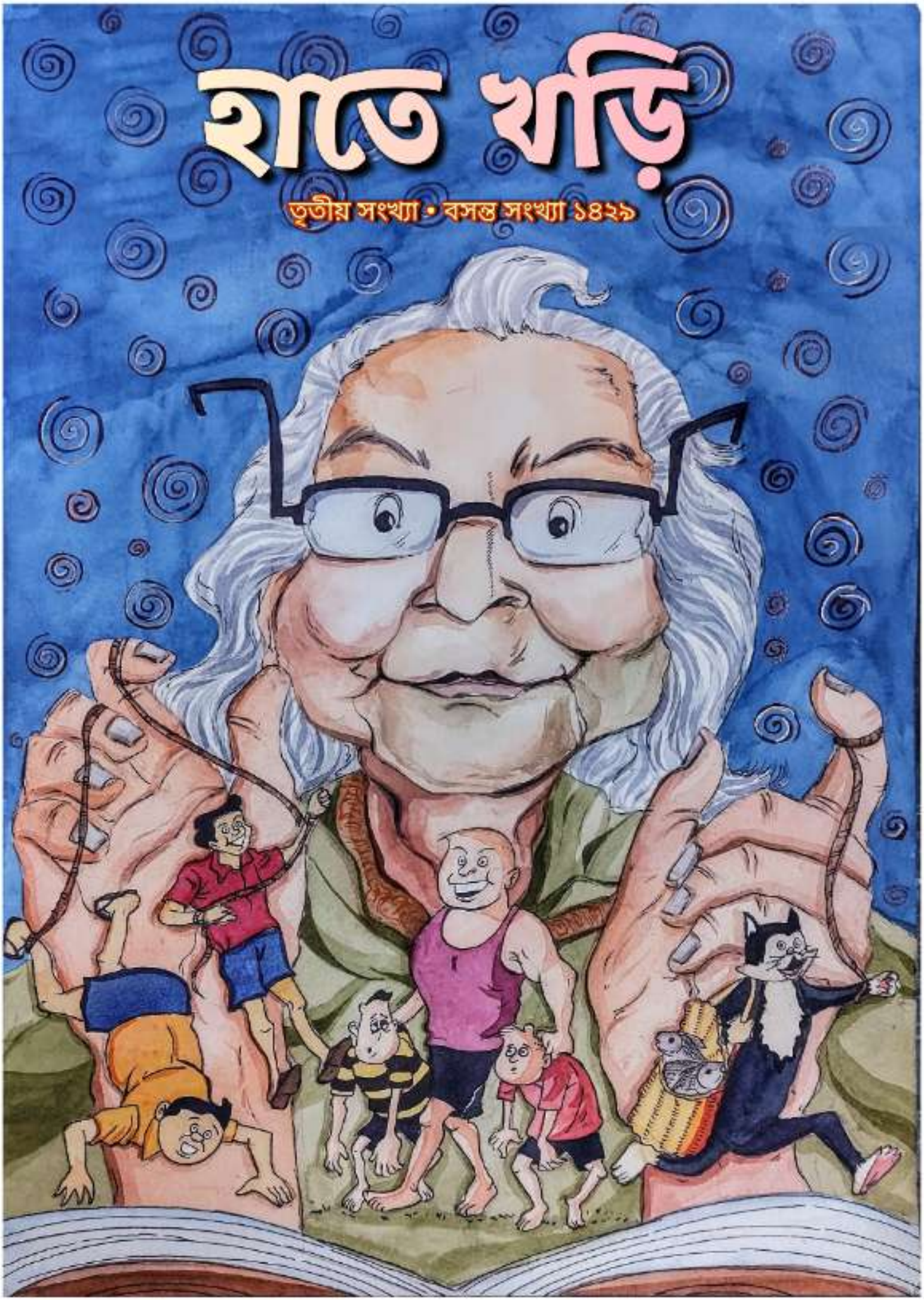

বিদ্যাসাগর কলেজ ফর উইমেন : বাংলা বিভাগ

হাতে খড়ি

তৃতীয় সংখ্যা • বসন্ত সংখ্যা ১৪২৯

প্রকাশ : ১৯ এপ্রিল, ২০২২

• সম্পাদক •

প্রীতিষা মাইতি

(ষষ্ঠ সেমিস্টার)

• সহসম্পাদক •

মন্দিরা বসাক ও আলিশা নাসরিন

(চতুর্থ সেমিস্টার)

• সম্পূর্ণ অলঙ্করণে •

প্রীতি গিরি

(চতুর্থ সেমিস্টার)

• প্রচ্ছদ নির্মাণে •

সুলগ্না দে

(চতুর্থ সেমিস্টার)

সম্পাদকীয়

সম্পাদিকার কলমে,

প্রায় দীর্ঘ দু-বছর পর বর্তমানে আমাদের পরিস্থিতি অনেকটাই স্বাভাবিক হয়েছে। স্কুল, কলেজ, অফিস-দপ্তর সব খুলে গেছে এবং যথা নিয়মে কাজ - পড়াশোনা সবই আগের মতোই শুরু হয়েছে। আর মহামারীর ভয়াবহ পরিস্থিতি খানিক নিরাময় হতেই আগমন ঘটেছে বসন্তের। পরিবেশে তো হয়েছেই সঙ্গে যেন আমাদের সকলের জীবনেও ছোঁয়া লেগেছে বসন্তের। নবীন পাতা যেমন গজিয়ে ওঠে পর্বে পর্বমধ্যে; ঠিক সেভাবেই এই শহর গ্রামের আনাচ- কানাচও যেন আবার প্রাণ ফিরে পেয়েছে। আর সেই বসন্তের ছোঁয়া লেগেছে আমাদের " হাতে খড়ি "পত্রিকার 'তৃতীয় সংখ্যা'তেও।

তবে আমাদের ই- পত্রিকা "হাতে খড়ি "র এই 'তৃতীয় সংখ্যা' 'বসন্ত সংখ্যা' হলেও সমগ্র পত্রিকার কোথাও কোথাও ফুটে উঠেছে শুন্যতার কথা...শুষ্কতার কথা। কিন্তু তাতে আক্ষেপের কারণ নেই। সেই শুন্যতা কাটিয়ে একদিন পূর্ণতা আসবেই। আসলে সমাজের দর্পণ সাহিত্য। আর সাহিত্য - পত্রিকার লেখাতেও তাই। এবারে কেউ লিখেছে বসন্তের গান কেউ বা শুন্যতার...কিন্তু দুই আস্বাদনেই মিলবে আনন্দের কলতান।

' তৃতীয় সংখ্যা ' 'বসন্ত সংখ্যা'র সঙ্গে " হাতে খড়ি " এবারের থিম - " বাঙালির ছেলেবেলা : নারায়ণ দেবনাথ স্মরণে "। কিছু মাস আগেই গত ১৮ ই জানুয়ারি আমরা হারিয়েছি 'নন্টে ফন্টে', 'বাঁটুল', ' হাঁদা ভোঁদা'র মত মজাদার সব চরিত্রের স্রষ্টা সাহিত্যিক ও শিল্পী " নারায়ণ দেবনাথ" কে। তিনি চলে গেলেও তাঁর সৃষ্টি গুলি থেকে যাবে বাঙালির মাঝে। তাই তাঁকেই স্মরণ করে আমাদের এবারের "হাতে খড়ি"।

সবশেষে এই " বসন্ত সংখ্যা " প্রকাশের পথে সম্মাননীয়া অধ্যক্ষা ড. রূপালী চৌধুরী মহাশয়া ও আমাদের সকল বিভাগীয় অধ্যাপক ও অধ্যাপিকাদের জানাই অসংখ্য ধন্যবাদ। যাঁদের উৎসাহ ও সহযোগিতা প্রাণিত করেছে আমাদের। পত্রিকার সহ- সম্পাদক ও অন্যান্য সহকর্মীদের জানাই অসংখ্য আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। তবে একটু দুঃখের সাথেই জানাতে হচ্ছে এর আগের সংখ্যার মতো এই সংখ্যাটিকেও ছড়িয়ে দিতে চেয়েছিলাম কলেজের অন্যান্য বিভাগের মধ্যে। কিন্তু সেভাবে কাউকেই পাইনি। হয়তো ব্যস্ততার কারণেই। তবুও " হাতে খড়ি " কে প্রাণময় করে রাখতে যারা পাশে ছিল তাদের সকলকে অসংখ্য ধন্যবাদ ও ভালোবাসা। সবশেষে পত্রিকার যে সকল পাঠকবৃন্দ রয়েছে, তাদেরকেও জানাই ধন্যবাদ। কারণ, সেই সকল পাঠকরা না থাকলে আমাদের পত্রিকা মূল্যহীন।

সকলে সাথে থাকবেন, পাশে থাকবেন।

- ধন্যবাদান্তে,

সম্পাদক (হাতে খড়ি)

প্রীতিষা মাইতি

বাংলা বিভাগ (ষষ্ঠ সেমিস্টার)

বিদ্যাসাগর কলেজ ফর উইমেন

○ সূচিপত্র ○

প্রবন্ধ

১. নারায়ণ দেবনাথ ও বাঙালির শৈশব - মন্দিরা বসাক ১.

২. প্রিয় সন্তান ‘ বাঁটুল ’ - প্রীতিষা মাইতি ৩.

ছোটগল্প

১. রৌদ্রস্নান - মহিমা দাস ৫.

২. অনুভূতির রঙে - তৃষা চক্রবর্তী ৬.

৩. উপকারী - পিয়ালী দাস ৭.

৪. শীতের সকাল - চন্দ্রানী সাহা ৮.

অণুগল্প

১. একটি পাতাঝরার দিন - প্রীতিষা মাইতি ১০.

২. ফুটপাতের শৈশব - মন্দিরা বসাক ১০.

৩. শিক্ষা আজ পথের ধুলায় - পিয়ালী দাস ১২.

কবিতা

১. স্মৃতিচারণে - তৃষা চক্রবর্তী ১৩.
২. দুঃখবাহী - পিয়ালী দাস ১৪.
৩. ছোটাছুটি - প্রীতিষা মাইতি ১৫.

অনুকবিতা

১. হে সখা মম হৃদয়ে রহ - পৃথা সেন ১৬.
২. বসন্ত - তৃষা চক্রবর্তী ১৭.

খোলা চিঠি

১. মন্দিরা বসাক ১৮.
২. অনুষ্কা দাস ১৮.
৩. তৃষা চক্রবর্তী ২০.

আঁকিবুঁকি

১. সুলগ্না দে ২১.
২. প্রীতি গিরি ২২.
৩. চন্দ্রানী সাহা ২৩.
৪. হেতু বর্মণ ২৪.
৫. চন্দ্রানী সাহা ২৫.

ফটোগ্রাফি

১. সুলগ্না দে	২৬.
২. প্রীতি গিরি	২৭.
৩. প্রীতিষা মাইতি	২৮.
৪. ঈশা মন্ডল	২৯.
৫. সুলগ্না দে	৩০.
৬. প্রীতি গিরি	৩১.
৭. প্রীতিষা মাইতি	৩২.
৮. সুলগ্না দে	৩৩.
৯. প্রীতিষা মাইতি	৩৪.

প্রবন্ধ

নারায়ণ দেবনাথ ও বাঙালির শৈশব

নারায়ণ দেবনাথ ছিলেন একজন বিখ্যাত শিশু সাহিত্যিক।বাঙালির শৈশবের সঙ্গে তিনি অতপ্রুত ভাবে জড়িয়ে আছেন।ছোটবেলা থেকেই তিনি একটু ডানপিটে স্বভাবের ছিলেন এবং শিল্পের প্রতি তাঁর আলাদাই একটা আকর্ষণ ছিল।পারিবারিক পেশা স্বর্ণকার হওয়ার ফলে অলংকারের বিভিন্ন নকশা করবার সুযোগ পেতেন তিনি, এতে যেন তিনি একটা আলাদাই আনন্দ উপভোগ করতেন।বিদ্যালয়ের পড়া শেষ করে তিনি যখন কলকাতার আর্ট কলেজে ভর্তি হয়েছিলেন তখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কারণে আর্ট কলেজের পড়াটা তিনি আর সম্পূর্ণ করে উঠতে পারেননি,মাঝপথেই বন্ধ করে দিতে হয়েছিল তাকে।কিন্তু তিনি ওই অল্পদিনের মধ্যেই আঁকিবুকিটা বেশ ভালো করেই রপ্ত করে নিয়েছিলেন,এবং সেই শিক্ষার উপরে ভিত্তি করেই তিনি কিছু বছর বিজ্ঞাপন সংস্থার জন্য কাজ করেছিলেন।তাও কোথাও যেন একটা ফাঁক থেকে গিয়েছিল,তিনি কিছুতেই সন্তুষ্ট হতে পাচ্ছিলেন না।আরও যেন অন্য রকম কিছু ছবি আঁকতে চেয়েছিলেন তিনি কিন্তু সেই সুযোগ তিনি কিছুতেই পাচ্ছিলেন না।

তখন সময়টা ছিল ১৯৬২,তিনি কোন এক অজানা কারণেই হাজির হয়েছিলেন দেব সাহিত্য কুটিরের দরজায়।এরপর দেব সাহিত্যের হাত ধরেই তাঁর প্রথম কমিক্স "হাঁদা ও ভোঁদা"প্রকাশিত হয় শুকতারা পত্রিকায়।তাঁর এই অসাধারণ কাজের মাধ্যমেই জনপ্রিয় হয়ে উঠতে বেশি সময় নেননি তিনি।এরপর ১৯৬৫ সালে সৃষ্টি করেন একজন সুপারহিরোকে যার নাম "বাঁটুল দি গ্রেট"।কখনও বাঁটুল ট্রেনে ডাকাতি করতে আসা ডাকাতদের অপদস্ত করে আবার কখনও ভূতের খাবার খেয়ে নেয় এছাড়াও বাঁচ্চু-বিচ্ছুর দুষ্টুমি যেন ছোটদের মধ্যে এক কল্পনার দুনিয়া এঁকে দিয়েছিল আর সেই কল্পনার দুনিয়ার হিরো ছিল বাঁটুল।তারা যেন কমিক্স পড়তে আরও মনযোগী হয়ে উঠেছিল এবং বতর্মানেও ঠিক ততটাই আগ্রহী হয়ে থাকে ।

১৯৬৯ সালে তিনি আরেক নতুন ইতিহাস তৈরী করেছিলেন যার নাম "নন্টে আর ফন্টের নানান কীর্তি",যেটি প্রকাশিত হয়েছিল কিশোর ভারতী পত্রিকায়।এছাড়াও তিনি "বাহাদুর বিড়াল", "ডানপিটে খাদু ও তার কেমিক্যাল দাদু", "গোয়েন্দা কৌশিক", "পটলচাঁদ দ্য ম্যাজিশিয়ান", "শুঁটকি আর মুটকি", "বুদ্ধুর বুদ্ধি", "পেটুক মাস্টার বটুকলাল", "ব্ল্যাক ডায়মন্ড ইন্দ্রজিৎ রায়",ইত্যাদি চরিত্রের সৃষ্টি করেছিলেন।

নন্টে-ফন্টের দুষ্টুমি আর কেল্টুর সঙ্গে ওদের আদায় কাঁচকলায় সম্পর্ক, "ডানপিটে খাদু ও তার কেমিক্যাল দাদু"-তে দাদুর তৈরি অদ্ভুত সব আবিষ্কার আর সেই আবিস্কারের অপব্যবহার করে বিপদে পড়া তারই নাতি খাদুর বিপদে পড়া ইত্যাদি যেন বাঙালির শৈশবকে আরও কল্পনার জগতে হারাতে সাহায্য করত।

তাঁর সৃষ্টি বিভিন্ন মজাদার চরিত্র,মিশ্র ভাষায় লেখা সংলাপ ছোটদের থেকে শুরু করে বড়োদের কাছেও হাসি-মজাতে কাটানো সময়ের সাথী হয়ে উঠেছিল বললেই চলে ।

২০০৭ সালে "president's Special Recognition" পুরস্কার দেওয়া হয়েছিল নারায়ণ দেবনাথকে।২০১৩ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকার তাকে বঙ্গবিভূষণ ও সাহিত্য অ্যাকাডেমিতে সম্মানিত করেছিলেন।এরপর ২০১৫ সালে রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে "Doctor of Letters Degree" দ্বারা সম্মানিত করেন এবং ভারত সরকার প্রাপ্ত তাঁর সর্বশেষ আর শ্রেষ্ঠ পুরস্কার হল "পদ্মশ্রী" পুরস্কার।

তাঁর সৃষ্টি করা দুষ্টু-মিষ্টি চরিত্রের মতোই ণারায়ণ দেবনাথের মনও সর্বদাই ছিল চিররঙিণ এবং কৈশোর মনস্কের।প্রত্যেক সৃষ্টিকর্তাই চান তার সৃষ্টি যেন যোগ্য সম্মানটুকু পায়,কোনদিনও যেন অমর্যাদা না হয়,হারিয়ে না যায়।তাদের মধ্যে নারায়ণ দেবনাথও ছিলেন অন্যতম।তাঁর সৃষ্ট এইসব অতুলনীয় চরিত্রের মধ্যে দিয়েই বাঙালির শৈশব আজীবন বেঁচে থাকবে।

মন্দিরা বসাক
চতুর্থ সেমিষ্টার (দ্বিতীয় বর্ষ)
বাংলাবিভাগ

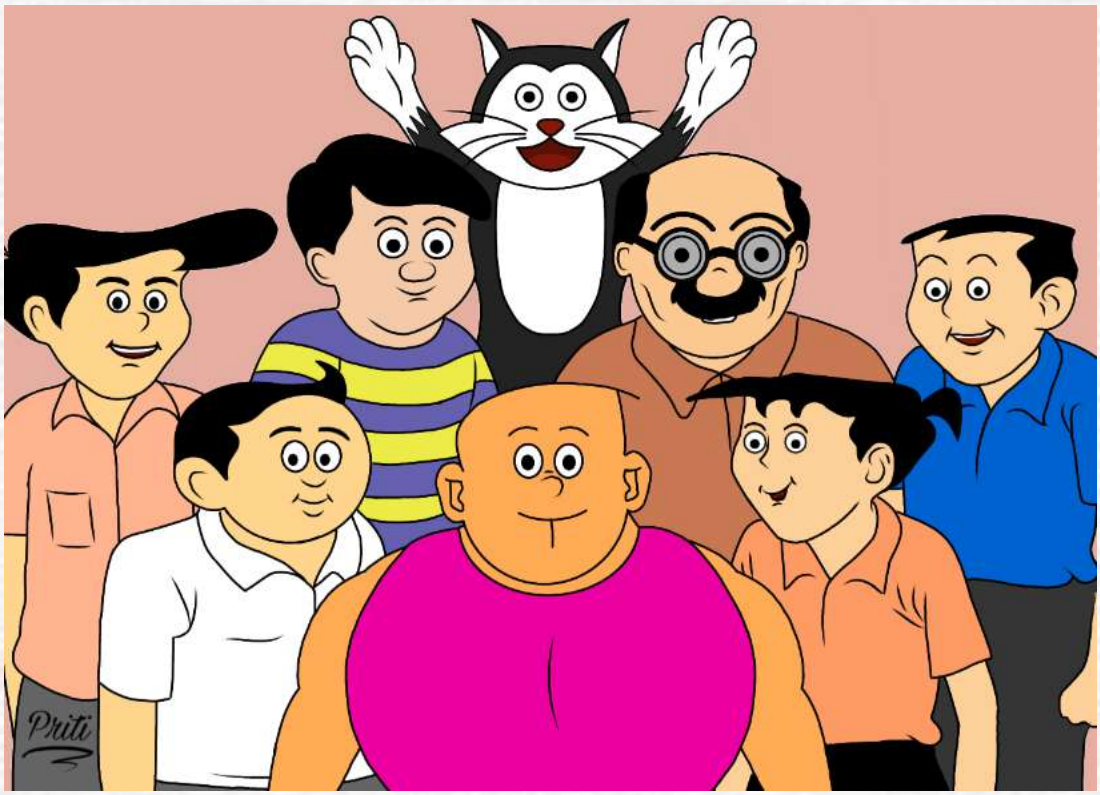

প্রীতি গিরি
চতুর্থ সেমিস্টার (দ্বিতীয় বর্ষ)
বাংলা বিভাগ

প্রিয় সন্তান ' বাঁটুল '

সকল বাঙালি তথা শিশু - কিশোরদের প্রিয় সাহিত্যিক ও কমিকস শিল্পী ' নারায়ণ দেবনাথ ' একটি সাক্ষাৎকারে জানিয়েছিলেন, " আমার নির্মিত তিন ডাকসাইটে কমিকসের মধ্যে আমার প্রিয় সন্তান বাঁটুল।" একটু লক্ষ্য করলে দেখতে পাবো, বাঙালি শিশুদের একসময় কবি যোগীন্দ্রনাথ সরকারের একটি ছড়া প্রায় মুখস্থ ছিল। ছড়াটির শুরু - " আঁটুল বাঁটুল সামলা শাটুল/ সামলা গেছে হাটে...। ".. মনে হয় যেন, বাংলা কমিকসের সুপারবয় তৈরী করতে গিয়ে নারায়ণ দেবনাথ যোগীন্দ্রনাথ সরকারের এই ছেলেভুলোনো ছড়ার স্মৃতিকেও এভাবে রেখে দিতে চেয়েছিলেন।

১৯৬৫ সালে ' শুকতারা ' পত্রিকায় আত্মপ্রকাশ করে 'বাঁটুল'। সৃষ্টিকর্তা তার পোশাক হিসেবে দিলেন গোলাপি রঙের স্যান্ডো গেঞ্জি ও কালো রঙের হাফপ্যান্ট । ছেলেদের এই হাফপ্যান্টই যেন নারায়ণবাবুর বেশি পছন্দ ছিল। তাই ' নন্টে - ফন্টে ', ' হাঁদা - ভোঁদা ' ও ' বাঁটুল দি গ্রেট ' এর প্রায় বেশিরভাগ চরিত্রকেই হাফপ্যান্টেই লক্ষ্য করি ।
এদিকে নারায়ণ দেবনাথ নির্মিত তাঁর এই প্রিয় চরিত্র 'বাঁটুল ' - এর নামকরণ সম্পর্কে অনেকেই ভাবতে পারে নারায়ণবাবু তাঁর নির্মিত এই চরিত্রটির এমন নাম কি খর্বকায়দের নিয়ে ঠাট্টা করতে দিয়েছিলেন?!..না। ' বাঁটুল দি গ্রেট ' নামটা কিন্তু আখেরে ঠাট্টার জন্যে নয়। ছাতি - ফোলানো এই বাঁটুল মুখোমুখি হতে - যাওয়া দুটো ট্রেনকে অক্লেশে থামিয়ে দিতে পারে। গুলতি দিয়ে পাথর ছুঁড়ে হানাদারদের রুখে দিতে পারে , কখনও বা দুটো বিচ্ছু ব্যাংক ডাকাতি করতে এলে তাদের শ্রীঘরে পাঠিয়ে দেন। এমন সব কত কীর্তি তার!

আসলে ষাটের দশকে যে ভারত - পাকিস্তানের যুদ্ধ হয়েছিল, সেই যুদ্ধের পটভূমিকায় বাঁটুলকে এনে ফেলেন নারায়ণবাবু। মহাশক্তিমান এই বাঁটুলকে দেখা যায় শত্রু সেনার যুদ্ধজাহাজ, প্লেন, ট্যাংকার ধ্বংস করতে। তাই তো সে ' বাঁটুল দি গ্রেট! ' আমরা দেখি এই বাঁটুলই একবার দেশকে বাঁচিয়েছিল। খান সেনাদের প্যাটন ট্যাংক ভেঙে চৌপাট হয়ে যায়। আসলে মজার মাধ্যমে তাঁর দেশপ্রেমের প্রকাশ দেখি এখানে।..

তবে এই বাঁটুল শক্তিমান হলেও নিজের শক্তি নিয়ে সচেতন নয়। যেমনটা, সুপারম্যান বা স্প্যাইডারম্যান প্রায় সকল শক্তিমান হিরোরাই নিজেদের শক্তি সম্পর্কে অবহিত। বাঁটুল কিন্তু তেমনটা নয়। সে দরজায় হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকায় তাঁর অজান্তেই দরজাটা ভেঙে পরে যায়। নিজের শক্তির প্রতি তাঁর ঔদাসীন্য-এর কারণেই ' বাঁটুল ' হয়ে উঠেছে নারায়ণবাবুর প্রিয় চরিত্র।

প্রথমদিকে এই ' বাঁটুল ' তেমন জনপ্রিয়তা না পেলেও পরে কিন্তু যুদ্ধের পটভূমিকায় বাঁটুলের কমিকস উত্তরোত্তর জনপ্রিয় হতে থাকে। তবে বাস্তবে প্রকৃত ছাপ্পান্ন ছাতিওয়ালা সুপার হিরোরা আজকাল যেন কোথায় থমকে গেছে। দেশের জন্যে তো দূর, দশের জন্যও কি লড়তে তারা বাঁটুলের মত ছাতি ফুলিয়ে এগিয়ে আসে? আসলে আমার মনে হয়, ' মুশকিল-আসান বাঁটুল দি গ্রেট ' যেন হারিয়ে গেছে সভ্যতার অত্যাধুনিকতার সাথে সাথে;

এই মুঠোবন্দিতে মগ্ন মানুষের দুনিয়ায়। আর নয়তো বা সৃষ্টিকর্তা নারায়ণবাবুর সঙ্গে তাঁর প্রিয় ও স্নেহের সন্তানটিও ঘুম দিয়েছে চিরতরে কমিকস রাজ্যের দেশে।...

তবে সত্যি কি তাই?

আমার বিশ্বাস, ঘুমের দেশে থাকলেও, যতদিন বাঙালি জাতি জীবিত থাকবে নারায়ণ দেবনাথ এর এই সন্তানও জীবিত থাকবে বাঙালির হৃদয়ে। দশজন না হলেও পাঁচ জন অন্তত স্বাগ্রহে বইয়ের তাক থেকে তুলে নেবে ' বাঁটুল দি গ্রেট ' কমিকস। আর যেমনটা মহাভারতের বৃকোদর ভীম আজও বেঁচে আছে বলশালীদের মনে, ঠিক তেমনটাই ' বাঁটুল দি গ্রেট 'ও কিন্তু তার আসনে চিরঅমর হয়ে থেকে যাবে ও আমাদের স্মৃতিতেও থেকে যাবে চিরন্তন।

প্রীতিষা মাইতি
ষষ্ঠ সেমিস্টার (তৃতীয় বর্ষ)
বাংলা বিভাগ

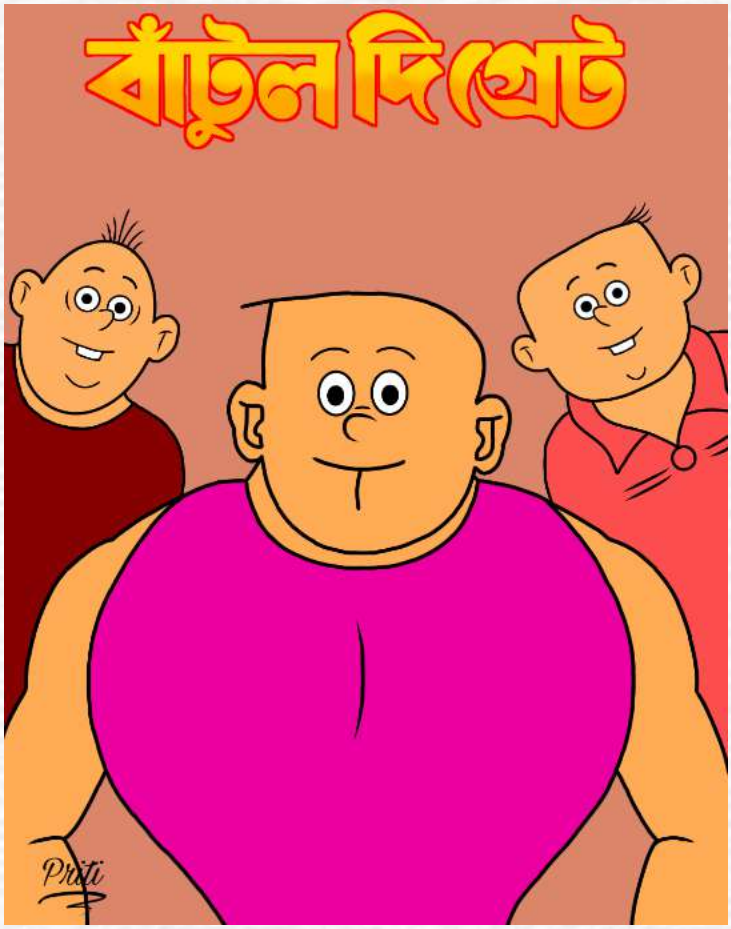

প্রীতি গিরি
চতুর্থ সেমিস্টার (দ্বিতীয় বর্ষ)
বাংলা বিভাগ

ছোটগল্প

রৌদ্রস্নান

গতিশীল শহরের এক প্রান্তে দাঁড়িয়ে আছে সাহা বাড়ি। প্রতি দিনের মতো আজও সাহা বাড়ির মহল গরম। পুটু আবার খেলতে খেলতে তিতাসের বিছানায় উঠে পড়েছে। আর তা দেখে মিঠু বউমা সকাল দিয়ে শাপান্ত করে যাচ্ছে মিনুকে। মিঠুর মতে মিনুরা যা ছোঁয় তাই অসুদ্ধ হয়ে যায়।

তিনবছর আগে যখন ছোটো বউমার ভুলে যাওয়া রোগটা মাথাচাড়া দিয়ে অসুখে পরিণত হলো।, তখন তাঁকে দিন-রাত দেখার জন্য মিনু এলো সাথে এলো ছোটো পুটু। পুটু আর তিতাস প্রায় সমবয়সী তাই তাদের সই পাতাতে বিশেষ সময়-এর প্রয়োজন পড়েনি। প্রথম থেকেই এ বাড়ির কয়েকটি মানুষ ওদের মধ্যে অদৃশ্য কাঁচের দেওয়াল গেঁথে দিয়েছে। তার একমাত্র কারণ টাকা নয়, শিক্ষাও। মিঠু বউমার মতে- "ওসব ছোটোলোকদের সাথে তিতাস থাকলে গালাগালি শিখে যাবে, ওতো পড়ে বেঙ্গলি মিডিয়ামে, ওখানে সব থার্ড ক্লাস লোকেদের বাচ্চারা আসে ... "

কিন্তু মজার বিষয় এটাই আমর চোখে এমন কিছু ধরা পরেনি। মিনুকে একটু ভুলের জন্য অনেক বাজে কথা শুনতে হয়। সবটা মিনু চুপটি করে শোনে ... পুটু ঠিক মায়ের মতো শান্ত না হলেও, ওর মুখে কখনো কোনো অশ্লীল কথা শুনিনি।

এই শান্ত মিনুর আরো একটা রূপ আছে, মাতৃত্বের। যেটা কেউ কোনো দিনও দেখার চেষ্টা করেনি, হয়তো ইচ্ছা করেই। মিনু যোদ্ধা, সে নিজের মাতৃত্বের প্রতিটি বিন্দু দিয়ে নিখুঁত ভাবে আলপনা দেয় পুটুর চরিত্রে।

দুই

পুটু মুখ বেজার করে জানলার ধারে বসে আছে। এমন সময় তিতাস এসে জড়িয়ে ধরল তাকে।

-" চল... আজ তো আমার পুতুলের বিয়ে।"

-" নারে ... মা বারন করেছে।"

-" কেনো ?"

-" আমি জানিনা, মা বলেছে তোর সাথে খেলতে দেখলে খুব মারবে আমাকে।"

-" দূর তুই চল তো, মিনু মাসিকে আমি বলে দেবো... তোকে যেনো না বকা দেয় ।"

দুজন মিলে তুলসী তলায় খেলছে এমন সময় বউমা এসে তিতাসকে টানতে টানতে ঘরে নিয়ে যায়, আর চিৎকার করে মিনুকে অশ্লীল ভাষায় গালিগালাজ করতে থাকে।

এমন সময় মিনু এসে মারতে মারতে পুটুকে নিয়ে যায়।

-" কতবার না তোকে বলেছি ওর সাথে মিশবি না। তোর জন্য রোজ কথা শুনতে হয়,-কতো কষ্ট করে তোকে ইংরেজি মাষ্টার-এর কাছে দিলাম, জানিস ওই টাকা দিয়ে কতটা ভাত খেতে পারবি ? তোর জন্য গাধার মতো কাজ করি, আর তুই..."

-'তিতাসই তো ডাকল, আমি যেতে চাইনি গো..."

-" চুপ কর তুই.. "

বলে কাঁদতে থাকে মিনু...

-“ ও মা কেঁদো না, তুমি দেখো আমি ভালো মানুষ হবো, অনেক ইংরেজি বলবো, তিতাস - এর মতো ... কিন্তু তোমার মতোন সবাই কে ভালোওবাসবো ...।'
-“ মা রে, মানুষের মতো মানুষ হতে হবে কিন্তু ...।”
মিনু বুঝতে পারে ভালো মানুষ হতে গেলে মনুষ্যত্ব লাগে।
শিক্ষা আলোর মতো কিন্তু মনুষ্যত্ব পঞ্চেন্দ্রিয়ের মতো যা ছাড়া আলো অনুভব করা সম্ভব না।

মহিমা দাস
দ্বিতীয় সেমিস্টার (প্রথম বর্ষ)
বাংলা বিভাগ

অনুভূতির রঙে

আজ মাধ্যমিক পরীক্ষা শেষ। আর দুদিন পর দোল।
তাই ঋষা, উসমিতা দুই বন্ধু ঠিক করলো আজ পরীক্ষার শেষ দিনে একটু আবির খেলে একসাথে হেঁটে হেঁটে বাড়ি যাবে। ওদের এমন আবদারে আজ আর ওদের মারাও আপত্তি করলেন না।
মাদের সম্মতি পেয়ে ওরা তো দেদার মজা করে আবির খেলে পরীক্ষা শেষের মজা করলো।
তারপর জমিয়ে খেলো রাস্তার ধারের একটা দোকানে। খাবার খেয়ে এবার দুটিতে গল্প করতে করতে হাঁটা শুরু করলো। ঋষা তো খুব খুশি আজ এতো মজা হলো এই ভেবে কিন্তু উসমিতা একটু যেনো মাঝ রাস্তা থেকেই কেমন চুপচাপ হয়ে গেছে। ঋষা ভাবছে, " ঠিকই তো ছিল সব, তাহলে হঠাৎ মেয়েটার কি হলো?" একটু ভেবে জিঙ্গেস করেই ফেললো উসমিতার এমন চুপ হওয়ার কারন। উসমিতা কোনও উত্তর না দিয়েই পালটা প্রশ্ন করলো, " আর আবির আছে কিনা?" ঋষা একটু তাচ্ছিল্যের সুরেই বললো, " হ্যাঁ, তা থাকবে না কেনো ...!! একটু বেশি কেনা হয়েছিল তাই আছে এখনো আবির।" উসমিতা তো বেজায় খুশি হয়ে মা-এর কাছ থেকে খুঁজে আবির-এর প্যাকেটটা নিয়ে এক দৌড়ে ফুটপাথের ধারে এলো। এসেই প্যাকেট টা খুলে আগে ওদের দুই গাল আবির - এর রঙে রাঙিয়ে দিল। ওরা ও উসমিতার উৎসাহ দেখে ওকেও আবিরের রঙ ছুঁইয়ে দিল ওদের আদুরে হাত দিয়ে।
ওদের মায়েরা প্রথমে বুঝতে না পারলেও পরে উসমিতার এই কাজে সত্যি খুব ঋষাও গিয়ে যোগ দিলো।
সত্যি তো এরকম দোল আসে যায় কিন্তু কতজন সেই রাস্তার এক ধারে দিন কাটানো

শিশুদের এই আনন্দের কথা ভাবে? ওদের কি ইচ্ছা করেনা নাকি ওদের ইচ্ছা হতে নেই ...???
হঠাৎ পেছন থেকে কেউ বলে উঠলো , " happy holi ."

তৃষা চক্রবর্তী
চতুর্থ সেমিস্টার (দ্বিতীয় বর্ষ)
বাংলা বিভাগ

উপকারী

অনীশের তখন প্রবল শ্বাসকষ্ট উঠেছে । বাইরে ঝম ঝম করে বৃষ্টি পড়ছে । গভীর রাত । একা একটা মেয়ে মানুষ হয়ে নমিতা কি করবে কিছুই বুঝে উঠতে পারল না । হঠাৎ মাথায় একটা বুদ্ধি সজোরে ধাক্কা দেয় তার । অনীশের তো ভক্তের সংখ্যা কম ছিল না। বিখ্যাত গল্প লেখক যে সে । তার এই দুরবস্থার কথা যদি তার ফেসবুকে দেওয়া হয় তাহলে ...
ফেসবুকে কথাটি ছাড়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই একটা দুটো করে কমেন্ট আসতে থাকে। কিন্তু কোনটাই দরকারি বা উপকারী নয়। আর যে ক'টা হাসপাতালের ফোন নম্বর দেওয়া হচ্ছে সেখানে ফোন করলেও বলছে বেড খালি নেই । সব আশা ছেড়ে নমিতা একরকম হতাশ হয়ে পড়েছে ঠিক এমন সময় বাড়ির বেলটা বেজে উঠল । নমিতা এবার যেন একটা আশার সন্ধান পেল । ছুটে গিয়ে দরজা খুলতেই দেখল অন্ধকারে একজন লোক দাঁড়িয়ে । লোকটা তার তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলে উঠল " নিয়ে আসুন স্যারকে দিদিমণি ।" নমিতা কোনও দিকে না তাকিয়ে ছুটে গিয়ে অনীশকে নিয়ে এল । লোকটা নমিতা দুজন মিলে অনীশকে তাঁর গাড়িতে তুলল । গাড়িতে উঠেই নমিতা ভাবল লোকটা কে? । অন্ধকার আর তার উপর মাস্ক এবং ফেস কভার পড়ার জন্য লোকটিকে ঠিক চেনা গেল না । নমিতা ভাবল হয়তো অনীশেরই কোন ভক্ত হবে ।

ইতিমধ্যে হসপিটালে ভর্তি করা হয়েছে অনীশকে । এবার লোকটাকে ধন্যবাদ জানিয়ে গাড়ি ভাড়াটা দিতে এগিয়ে যায় নমিতা ।
" আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ " বলে নমিতা লোকটার মুখের দিকে তাকিয়েই চমকে ওঠে এবার । মুখ থেকে অস্ফুটে বেরিয়ে আসে " তুমি ।"

" হ্যাঁ ম্যাডাম আমি । সেদিন একটা সাহায্য চাইতে এসেছিলাম । শুধু বলেছিলাম আমার মেয়ে খুব অসুস্থ দয়া করে যদি কিছু উপকার করেন । ঘুরেছিলাম প্রত্যেকটি স্বনামধন্য মানুষদের বাড়ি , কিন্তু কেউ পাত্তা দেয়নি। আপনারাও তো আমাকে সেদিন ঠেলে ফেলে

দিলেন গেটের বাইরে । আমার মেয়েটা আর নেই । তবে জানতাম আপনাদের মতো স্বনামধন্য মানুষেরাও বিপদে পড়বেন, সেদিন আমার এই " উপকারী " বলে গাড়িটা চলবে।

না কোন অর্থ না কোন সম্মান কথাটা শেষ করেই গাড়িটা চলে গেল । গাড়িটার পিছনে একটা শিশুর ছবি জ্বলজ্বল করছে । তার নীচে লেখা

" উপকার "

পিয়ালী দাস
চতুর্থ সেমিস্টার (দ্বিতীয় বর্ষ)
বাংলা বিভাগ

শীতের সকাল

আমি আর মা রাতের খাবার পরে গল্প করছি, শীতের রাতে হালকা ঠান্ডা লাগছে। হঠাৎ করেই ফোনে রিং টোন টা বেজে উঠলো, ফোন টা রিসিভ করতেই মামার কন্ঠ শুনতে পেলাম। মামা বললেন, জয়ী শোনো, তুমি, তোমার মা, আর বাবাকে নিয়ে সক্কাল সক্কাল আমাদের বাড়ি চলে এসো কিন্তু, কাল কি আছে তা মনে আছে তো..? আমি বললাম কি আছে মামা? মামা বলল সেকি ভুলে গেলি..? কাল কে যে কত্ত বড় একটা পিকনিকের আয়োজন করা হয়েছে, আমি এক্কেবারে ভুলেই গেছিলাম,, মামা কে বললাম ভাগ্যিস মামা তুমি মনে করিয়ে দিলে, না হলে কি হতো বলো তো..? মামা বললো কি আর হতো কাল কে তোদের কে ছাড়াই পিকনিক টা হতো,, কিন্তু সেটা তো আর হয় না তাই এক বার মনে করিয়ে দিলাম। ঠিকাছে কাল কে তাহলে মনে করে চলে আসিস, ঘুমিয়ে পড় এখন,, রাখলাম । বলে মামা ফোন টাকে কেটে দিলেন। আমি তারপর মা কে সব কিছু বললাম, মা সব কিছু শুনে বললেন ঠিকাছে তাহলে কাল কে আমরা সকাল সকাল বেরিয়ে পড়ব। ভোর বেলায় মা আমাকে ডেকে দিলো তারপর সকালে চা, বিস্কুট খেয়ে আমি, মা, বাবা রওনা দিলাম মামার বাড়ির দিকে, শীতের সকালে গরীব মানুষদের অবস্থা দেখে সত্যিই খারাপ লাগার মতো,, শীতে যেমন আনন্দ নিয়ে আসে তেমনি নিয়ে আসে কষ্ট বিশেষ করে গরীব মানুষ দের জন্যে..। দরিদ্র লোকেদের জন্যে শীত হল অভিশাপ। দরিদ্র মানুষদের শীতের জামা কেনার সামর্থ্য নেই, তাই শীতের সকালে তাদের দুঃখ কষ্টের সীমা থাকে না । শীতের সকালে মিষ্টি রোদের সৌন্দর্য আর পিঠে পুলির স্বাদ থেকে তারা বঞ্চিত, শীতের সকাল তাদের কাছে সৌন্দর্য এর উৎস নয়, বরং তারা শীতের বিদায়ের অপেক্ষায় থাকে। একটু উষ্ণতার অপেক্ষায় থাকে ।আমরা গল্প করতে করতে এক সময়ে মামার বাড়ি পৌঁছে যাই। শীতের আসল সৌন্দর্য তো গ্রামেই। গ্রামীন প্রকৃতিতেই তো শীতের প্রকৃত রূপ ধরা পড়ে, কুয়াশার চাদরে ঢেকে থাকে গ্রামের ভোর। এই ঘন কুয়াশা আর

তীব্র শীতের মধ্যেই কৃষক কে বের হতে হয় মাঠের উদ্দেশ্য, কেউ কেউ এসময়ে ইরি ধান আবার কেউ কেউ এ সময়ে রবি শস্য চাষ করে। গ্রামের মানুষ গুলো আগুন জ্বালিয়ে আগুন পোহায়। অনেক কৃষক খেজুর গাছ থেকে খেজুরের রসের হাড়িঁ নামায়, বাড়িতে কৃষকের স্ত্রী সেগুলো জাল দেয়, এবং খেজুর রসের ম ম গন্ধ চারি দিকে ছড়িয়ে পড়ে,,, আহা সে কি সুবাস,,, যেমন সুবাস ঠিক তেমনই অপূর্ব স্বাদ । তারপর মামার বাড়ি পৌঁছে, সবাই এক সাথে খাবার তৈরি করা হয়, ততক্ষণ আমি আর দিদি ব্যাডমিন্টন খেলছিলাম..। এক সময়ে খাবার তৈরি হল, মা আমাদের খেতে ডাকল,, আর মেনু টা ছিল জাস্ট অসাধারণ,,,, ভাত, মাছেরমাথা দিয়ে ডাল, বেগুনী, আলু ভাজা, চিলিচিকেন, চাটনি, পাপঁড়, রসগোল্লা । সবার খাওয়া দাওয়ার পর আমরা একটু গ্রামের আসেপাশ টা ঘুরে দেখতে বেরোলাম,, তারপর সন্ধ্যা বেলায় ফিরে এসে মামী নানা রকমের পিঠে, পাটিসাপটা, নলেন গুড়ের পায়েস প্রভৃতি বানালো । তার মিষ্টি গন্ধ যেনো চারি দিকে ছড়িয়ে পড়ছিল। সকলে মিলে আনন্দ করে সেই পিঠে খেলাম । এরপর বাড়ি ফেরার পালা,, সবার মনে এক রাশ দুঃখ, খারাপ লাগা,,। কিন্তু তার মধ্যে বাড়ি তো ফিরতে হবেই । বাড়ি ফেরার পথে রাস্তায় খেজুর গুড় বিক্রি হচ্ছিলো, মা বলল 2 কেজি খেজুর গুড় কিনে নিতে, বাড়িতে পিঠে বানানো যাবে..,,,।
সমাপ্ত !

চন্দ্রানী সাহা
দ্বিতীয় সেমিস্টার (প্রথম বর্ষ)
বাংলা বিভাগ

অণুগল্প

একটা সবুজ পাতা ঝরে পরার দিন

একটা পাতাঝরার বিকেল। সমস্ত শহর গ্রামের ঝরে পরা অজস্র শুকনো পাতাগুলোর মতো একটা প্রাণ আজকে মিশে গেল মাটির সাথে। মিশে গেল নয়। মিশিয়ে দিল নিজেকে। যদিও তার ঝরে পড়ার সময় হয়নি তখনও। দিব্যি ছিল সে। সজীব, প্রানবন্ত, ফুরফুরে। কিন্তু পশ্চিমী ঝঞ্ঝার ঐ ঝোড়ো একটা হাওয়া জোর করে তাকে বাঁধন ছাড়া করে দিল। সেও আর পারলনা। ঝরে পড়ল ওই একটা সবুজ পাতা, নিজে থেকেই, অজস্র সূক্ষ রুক্ষ পাতাগুলোর মাঝে।
ঠিক তেমনই এক ঝোড়ো হাওয়া মন্ত্রণার বারবার আঘাতে বারবার নিজেকে আর টিকিয়ে রাখতে না পেরে সঞ্জয় বিষ খেয়ে নিয়েছে। বুকের ভেতর অসহ্য জ্বালা সারা শরীরে বিলীন করে দিয়ে পাতাঝরার সাথে সাথে শেষ করে দিল নিজের জীবনকে।...

প্রীতিষা মাইতি
ষষ্ঠ সেমিস্টার (তৃতীয় বর্ষ)
বাংলা বিভাগ

ফুটপাতের শৈশব

সেদিন কলেজ থেকে ফেরার সময়ে বিবেকানন্দ রোডের ফুটপাতে একটি তিন-চার বছরের বাচ্চ মেয়ে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করল । শিশুটি ফুটপাতে কোনওরকম একটা চাদর বিছিয়ে শুয়ে আছে । ওই শিশুটিকে দেখে আমার ওরই মত ফুটপাতে থাকা আরও শিশুদের মুখ চোখের সামনে ভেসে উঠল । যাদের জন্ম হয়েছে এই ফুটপাতে এবং বড়ো হয়ে ওঠাও এই ফুটপাতেই , কষ্ট ও দারিদ্রতার মধ্য দিয়েই । যাদের নিজস্ব ঘর-বাড়ি বলতে কিছুই নেই । জীবন কাটায় এই ফুটপাতে।

বৈশাখ - জৈষ্ঠ্যের তপ্ত রোদ এবং আষাঢ়-শ্রাবণের প্রবল ঝড়-বৃষ্টিতে তারা খুবই অসহায়, তাদের এই বিপদের দিনে পাশে দাঁড়িয়ে সাহায্য করবারও কেউ নেই । নিজের পেটের জ্বালা মেটানোর জন্য তারা রাস্তার সিগনালে সব গাড়ি যখন দাঁড়ায় তখন ভিক্ষার বাটি নিয়ে ভিক্ষা চায় । অনেকবার চাওয়ার পরে গাড়িতে বসে থাকা সেইসব বড় মানুষেরা যা দেয় তাতে কখনও কখনও একবেলা পেট ভরে খাওয়ার মতো খাবার জোটে আর বাকি দুবেলা না খেয়ে থাকতে হয় , আবার কোনদিন সেটুকুও না জোটার কারণে উপোস করে সারাদিনটা কাটিয়ে দিতে হয় । অনেকে আবার খাবারের উদ্দেশ্যে চুরি , ছিন্তাই-এর মতো খারাপ কাজে সমাজের চোরা-বাঁকে হারিয়ে যায়।

দিনের শেষে আসে রাত , তখন সারাদিন অক্লান্ত পরিশ্রমের পরে তারা চায় নরম বিছানায় একটু আরামে ঘুমাতে কিন্তু শেষ পর্যন্ত ঘুমায় সেই ফুটপাতে খোলা আকাশের নিচে । খোলা আকাশকে ছাদ ভেবে আর ফুটপাতকে নরম বিছানা ভেবে মায়ের কোলে ঘুমপাড়ানি গান শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়ে ।

এমনকি হাঁড়কাপানো শীতের সময়ে অনেক শিশু থেকে শুরু করে অনেক প্রাপ্তবয়স্কের গায়ে শীত থেকে বাঁচার জন্য কোনো কম্বল বা একটি চাদরও জোটে না । তাদের দেখে ভারী কষ্ট হয় মনে । এমনকি দৈনন্দিন জীবনে পড়ার পোশাকও যে খুব একটা ভালো তা নয় , ময়লা , ধুলো-মাটি লাগা , আবার কোন জায়গায় ছিড়েও গেছে।

মাঝে মাঝে ভাবি , আমরা যারা ইট-পাথরে তৈরি করা বাড়িতে থাকি , ছোটবেলা থেকে অভাব , কষ্ট কাকে বলে জানি না । আমাদের বড়ো হয়ে ওঠার চেয়ে এই ফুটপাতে বড়ো হয়ে ওঠা ছোট শিশুদের শৈশব বড় কষ্টদায়ক ।

এছাড়াও , কোন শিশু যদি ভালো খাবার খাওয়ার উদ্দেশ্যে কোন ফাস্টফুডের দোকানের সামনে গিয়ে দোকানে আসা মানুষের কাছে বা দোকানদারের কাছে খাবার খেতে চাইলে আমরা তাকে অপমান করে দুরদুর করে তারিয়ে দি । আচ্ছা এটা কি আমরা ঠিক করি ? না করি না , আমরা তাদের কথা ভাবিনা , কারণ আমরা ভীষণ স্বার্থপর । নিজেদেরটুকু ছাড়া আর কিছুই বুঝি না । যখন তাদের বয়সই সবাই স্কুলে যায়, তখন তাদের খুব মনখারাপ করে তারাও বাকিদের মতো স্কুলে যেতে চায় কিন্তু কথায় আছে না " পৃথিবীতে সবাই যা চায় তাতো আর সবাই পায়ে ," তাই তাদের আর স্কুলেও যাওয়া হয় না।

এটা কোনদিনও ভুললে চলবে না যে , ওরাও আমাদেরই মতো রক্তমাংসের মানুষ । এদের পাশে যদি একটু দাঁড়ানো যায় , তাহলে এদের মধ্যেও ভবিষ্যতে কেউ হয়তো ডাক্তার , ইঞ্জিনিয়ার , পুলিশ হলেও হতে পারে । ভবিষ্যতে কি কখনও এইসব শিশুরা আমাদের মতো স্বচ্ছলভাবে জীবনযাপন করতে পারবে ? এই পুরুষতান্ত্রিক সমাজ কি কখনও এইসব অসহায় শিশুদের পাশে দাঁড়াবে ?

মন্দিরা বসাক
চতুর্থ সেমিস্টার (দ্বিতীয় বর্ষ)
বাংলা বিভাগ

শিক্ষা আজ পথের ধূলায়

কদিন ধরেই লক্ষ্য করছিলাম লোকটাকে । আরে বাবা !!!! ইংরেজি বই পরে। পরে বলতে আদৌ পরে না । হয়তো কেউ ফেরিওয়ালার কাছে বিক্রি করেছিল সেখান থেকে তুলে নিয়ে এসেছে ।
শেক্সপিয়ার পরছে ।
হাসি পায় ।
পাগল ভেবেছিলাম ।

কয়েকটা দিন পর ...

মেট্রো থেকে নেমে হাঁটছি । হঠাৎ দুটো ইংরেজি ভাষা কানে এল ।
চোখ পড়তেই চমকে উঠলাম সেই ছেঁড়া ড্রেস পরিহিত মেট্রো স্টেশনের ধারে দাঁড়িয়ে থাকা
গড়গড় করে একজন বিদেশী ভদ্রলোককে ঠিকানা বলছে ।
বিদেশী ভদ্রলোক চলে যেতে লোকটিকে প্রশ্ন করলাম |

“ মশাই এত ইংরেজি কোথা থেকে শিখলেন ?’
লোকটা মৃদু হাসল তারপর বলল “ শিক্ষা আজ পথের ধূলায় !”
আমি কিছু না বুঝেই হি হি করে হাসলাম।

" হয়তো কেউ ফেরিওয়ালার
কাছে বিক্রি করেছিল সেখান
থেকে তুলে নিয়ে এসেছে
শেক্সপিয়ার পরছে। হাসি পায়।"

পিয়ালী দাস
চতুর্থ সেমিস্টার (দ্বিতীয় বর্ষ)
বাংলা বিভাগ

কবিতা

স্মৃতিচারণে

হয়তো আজ আমার আকাশে

আলোর দেখা নেই,

তোমার আকাশে তখন

এক গুচ্ছ তারার ভিড়,

আমার হাতে নন্টে-ফন্টে

আজ বোকা,

কেল্টু দা আজ সচেতন

করেনা দুষ্টুমি,

সুপারিনটেনডেন্ট স্যার আজ

নিয়েছেন রিট্যারমেন্ট ,

বাঁটুলদাও আজ ক্লান্ত

নিয়েছে ছুটি,

তুমিও আজ তুলির টান

দিচ্ছ শিল্পলোকে,

আমরা তখন ডুব দিচ্ছি

তোমার স্মৃতিতে ।।

তৃষা চক্রবর্তী
চতুর্থ সেমিস্টার (দ্বিতীয় বর্ষ)
বাংলা বিভাগ

দুঃখবাহী

চারা গাছটা বড় হতে হতে

হঠাৎই মুখ থুবড়ে পড়লো মাটিতে

লাল সাদা রক্ত বেরিয়ে এলো নীরবে,

যন্ত্রণা বিচ্ছিন্ন করছে সংযম

ধৈর্য হারিয়ে আসছে হতাশা

তবুও তাকে উঠে দাঁড়াতেই হবে।

কটুক্তিতে ভরে উঠছে পাড়া

ক্রোধ বলছে সময়ের অপচয়

এর চেয়ে তো মৃত্যুই ভালো ছিলো,

না, এটা তো দুর্বলতার ভাষা

এমন কথা মানায় না তার মুখে

এই ভেবে সে কলম হাতে নিলো।

চারাটারও স্বপ্ন ছিল ভারী

একদিন সে বিরাট বৃক্ষ হবে

তবু এখনি তার বুকটা দুরুদুরু,

অনেক আগুন ধরতে হবে বুকে

এখনও অনেক সহ্য করা বাকি

এই তো সবে ভালোবাসার শুরু।

পিয়ালী দাস
চতুর্থ সেমিস্টার (দ্বিতীয় বর্ষ)
বাংলা বিভাগ

ছোটাছুটি

ছুটছি আমি, ছুটছে সবাই
ছুটছে শহর, ব্যস্ত সবাই।
পেটের দায় ছুটছে কেউ
কেউ বা আবার ফিটের আশায়।
ছুটছে পেপার বারান্দাতে
ছুটছে মেথর কাকের সাথে,
বাহনগুলোর ধোলাই চলে
একটুপরেই রওনা হবে।

দেখি, কারোর মাথায় ঘামের ফোঁটা
কারোর মুখে হাসির ছটা,
কারোর আবার শুধু শুধু
ভাল্লাগেনা সকালে ওঠা।
এদিক ওদিক দেখলে পরে
পাখির ডাক মনের ঘরে,
চায়ের কাপে আড্ডা জমে
সাত ঘরানার সাত কাহনে।

ছোটাছুটির দিন যে এখন
ভাগ্য চাকায় নইলে ভাঙন,
সবাই ছুটছি লক্ষ্য নিয়ে
ভাগ্যচাকায় তেল দিতে।

প্রীতিষা মাইতি
ষষ্ঠ সেমিস্টার (তৃতীয় বর্ষ)
বাংলা বিভাগ

অনুকবিতা

হে সখা মম হৃদয়ে রহো .....

তুমিই মোর প্রাণের কবি, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ

তোমার লিখন স্পর্শে বিশ্বে উদিল নব প্রভাত।

তোমার স্বরের স্নিগ্ধ পরশে রহিল মোর জীবন,

বিশ্বকবি, হৃদয়ে করিলে স্বরের বীজ রোপন।

তেজদীপ্ত রবির মতো উজ্জ্বলতায় মোদের করিলে মুগ্ধ,

তোমার চেতনার রঙে রাঙা হয়ে করেছি তা উপলব্ধ ।

কবিগুরু, স্রষ্টা তুমি, মানবতার প্রতিমূর্তি

চরণে প্রণাম করে জানাই শ্রদ্ধা ও ভক্তি ।

পৃথা সেন
দ্বিতীয় সেমিস্টার (প্রথম বর্ষ)
বাংলা বিভাগ

বসন্ত

চলে যাক সেই বসন্ত ,

যেই বসন্তে নেই মুক্ত বাতাস ।

রামধনুর রঙে নেই রাঙা আবির ,

কোকিলের কুহু গানে নেই সুর ,

তবু এই বসন্ত বড়ো মধুর ।

তৃষা চক্রবর্তী
চতুর্থ সেমিস্টার (দ্বিতীয় বর্ষ)
বাংলা বিভাগ

খোলা চিঠি

শ্রীচরণেশু শ্রী নারায়ণ দেবনাথ মহাশয়,

প্রথমেই আপনি আমার সহস্র প্রণাম নেবেন।সব ছোটদের হয়ে আমি আপনাকে এই চিঠিটা না লিখে আর থাকতে পারলাম না।আপনি চলে যাওয়ার পরে বাঙালির শৈশব যেন বাঙালির জীবন থেকে প্রায় হারিয়ে গেছে বললেই চলে।সেদিন সকালে টেলিভিশনে আপনার মৃত্যুর সংবাদটা শুনে মনে ভারি কষ্ট হচ্ছিল।

আপনার সৃষ্টি করা "হাঁদা ভোঁদা","বাটুল দি গ্রেট","নন্টে ও ফন্টে"প্রভৃতি কমিক্স ছোট থেকে বড়ো সবার মন জয় করে নিতে খুব একটা সময় নেয়নি বললেই চলে।এই কমিক্স পড়ার মধ্যে দিয়েই যেন আমাদের ছোটবেলা সবসময় আমাদের চোখের সামনে স্বচ্ছ আয়নার মতো ফুটে ওঠে।এমনকি মন খারাপ হলে বাটুলের কেরামতি, নন্টে-ফন্টে আর কেল্টুর দুষ্টু-মিষ্টি সম্পর্ক,হাঁদা-ভোঁদার দুষ্টুমি যেন আমাদের মন ভালো করে দিত,কিন্তু এখন আর আগের মতো আনন্দ কি আমরা অন্য কারোর কমিক্স পড়ে পাব?

এখন অনেকেই ছোটদের জন্যে কমিক্স লেখে কিন্তু কেউ আপনার মতো লিখতে পারবে কিনা জানি না?ভগবান নারায়ণ বিভিন্ন অবতার রূপে পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়েছেন বিভিন্ন সময়ে কিন্তু আপনি বিভিন্ন অবতার সৃষ্টি করেছেন শিশু সাহিত্যের পাতায়।

এখন আপনি আর আমাদের মধ্যে জীবিত নেই এটা সত্যি,তাও আপনি আপনার কাজের মধ্যে দিয়ে আমাদের কাছে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন।আপনি যেখানেই থাকুন না কেন ভালো থাকবেন।

ইতি,

আপনার হতভাগ্য

ভক্ত মন্দিরা

মন্দিরা বসাক
চতুর্থ সেমিস্টার (দ্বিতীয় বর্ষ)
বাংলা বিভাগ

বিরাট 'কিং' কোহলি সমীপেষু,

"তুমি কেমন করে ব্যাট করো হে গুণী

আমি অবাক হয়ে দেখি

কেবল দেখি, কেবল দেখি

তুমি কেমন করে ব্যাট করো হে গুণী"

আজ যদি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বেঁচে থাকতেন তাহলে হয়তো আপনার খেলা দেখে নিজের কবিতার কথাগুলোকে এদিক ওদিক করে এটা লিখতেন।

আপনি রাজাই বটে। ২০০৮ সালে অনূর্ধ্ব বিশ্বকাপ দিয়ে শুরু.. তারপর কেউ আপনার জয়রথ থামাতে পারেনি। পারবেই বা কি করে! যে ছেলে বাবার শেষকৃত্য সম্পন্ন করে এসে ক্রিকেট খেলতে নামে, তার থেকে ক্রিকেটকে ছিনিয়ে নিতে ক্রিকেট দেবতাও হয়তো দুবার ভাববেন! ২০০৮ সালে জাতীয় দলে অভিষেক - এরপর পেরিয়েছে অনেক বসন্ত। পাল্টে গেছে অনেক কিছু.. পাল্টায়নি কেবল আপনার রানের খিদে। যে খিদের জন্যই আপনাকে ক্রিকেট বিশ্ব 'রাজা' নামে চেনে। বয়স মাত্র তেত্রিশ.. আন্তর্জাতিক শতরানের সংখ্যা সত্তর এবং দ্বিশতরানের সংখ্যা সাত। অধিনায়কত্ব সামলে আপনার চোখ ধাধাঁনো ফ্লিক শট, কভার ড্রাইভ বড় বড় সমালোচকদেরও প্রশংসা করতে বাধ্য করেছে। সমালোচককে ভক্ত বানাতে সবাই পারেনা, আপনি পেরেছেন, আপনার ব্যাট পেরেছে।

সাল ২০১৪ - ইংল্যান্ডে একের পর এক খারাপ ইনিংস। আপনার প্রেমিকাকেও কটাক্ষ করতে ছাড়েনি একদল মানুষ। অনেকে বলেই দিলো - আপনি লম্বা রেসের ঘোড়া নন।

কাট টু ২০১৬ - প্রেমিকাকে নিয়ে আবার ইংল্যান্ড, খেললেন একের পর এক দুর্দান্ত ইনিংস। আপনার এই আত্মবিশ্বাস উদ্বুদ্ধ করে আমাদের মত নবীন প্রজন্মকে। আপনি আপনার পেশাকে ঠিক কতটা ভালবাসেন তার প্রমাণও আমরা পেয়েছি ২০১৬ তেই। হাতে ৮টা সেলাই নিয়ে যেখানে একজন সাধারণ মানুষ ব্যাট ধরতে ভয় পেতো সেখানে আপনি খেলতে নামলেন আর শুধু তা নয়, করলেন সেঞ্চুরি। এরপর থেকে আপনাকে রক্ত - মাংসে গড়া মানুষ ভাবতে দ্বিধাবোধ হয়। হয় আপনি ভিনগ্রহের কোনো প্রাণী অথবা রোবট। আপনার আগ্রাসন, হুঙ্কার যতো দেখছি মুগ্ধতা তত বাড়ছে। রেকর্ড ভাঙা গড়া, অজস্র একক আইসিসি ট্রফি, রূপকথার বিয়ে - সবের মধ্যে একটাই কালো দাগ। অধিনায়ক হিসেবে আইসিসি টুর্নামেন্টে আপনি ব্যার্থ। কিন্তু, তাতে কি!

অজস্র কলঙ্ক নিয়েও চাঁদ যেমন অদ্বিতীয়, তেমনি আপনিও অনুপম - অতুলনীয়। ব্যাট হাতে আপনার রাজত্ব চলতে থাকুক, প্রতিটা ভারতবাসী এভাবেই গর্ব করুক আপনাকে নিয়ে।

- ইতি,

আপনার কোটি কোটি ভক্তের একজন

অনুষ্কা দাস
দ্বিতীয় সেমিস্টার (প্রথম বর্ষ)
বাংলা বিভাগ

পূজনীয় শ্রদ্ধেয় শ্রী নারায়ণ দেবনাথ,

তোমায় নিয়ে কি লিখি...

তোমায় নিয়ে লিখতে বসবো কখনও ভাবিনি যে... কারণ সব সময় জানতাম যখনই ছেলেবেলার স্মৃতিতে ডুব দেবো তখনি তুমি ধরা দেবে নিজের অবতারে... আজ এতগুলো বছর তো তাই চলছিল কি সুন্দর বাঁটুল এর সাথে পরামর্শ নিতাম,,, নন্টে ফন্টের সাথে হাত মিলিয়ে কাঁধ মিলিয়ে দুষ্টু কেল্টু দাদার সব দুষ্টুমি ফাঁস করতাম নতুন নতুন বুদ্ধি এঁটে বা কখনও হাঁদা ভোঁদার সাথে গলা মিলিয়ে কাঁদতাম একটু.. বা রাস্তায় একটু বইয়ের দোকানে দাঁড়িয়ে তোমার কোনো নতুন সিরিজ এলো কিনা চট করে চোখ বুলিয়ে নিতাম বা পরীক্ষায় মা এর চোখ এড়িয়ে একটু পড়ে ফেলা নন্টে ফন্টেটা...কিন্তু আজ হঠাৎ এগুলো করতে গিয়ে দেখলাম সবাই কেমন মূর্তির মতো হয়ে গেছে আর কেউ কাঁদছে না, কেউ নতুন বুদ্ধি দিচ্ছেনা কেল্টুদা কে ধরতে বা বাঁটুল দাও কোনও পরামর্শ দিচ্ছে না, বইয়ের দোকান গুলো কেমন ফ্যাকাসে হয়ে গেছে, মা ও যেনো আজ নন্টে ফন্টের বই টা খুঁজছে...হঠাৎই একটা খবর ৮-৮০ এর ছোটোবেলা কে কেড়ে নিলো, স্বপ্নের জগতে যেন ইতি টানলো।

প্রিয় শিল্পী আজ তুমি নেই জানি,,, তোমাকে ছেড়ে বাঁটুল দা, নন্টে ফন্টে, কেল্টুরাম, হাঁদা ভোঁদা, আমরা কেউ ভালো নেই...মানতে না পারলেও এটাই সত্যি আর এই সত্যি নিয়েই আবার এগিয়ে যেতে হবে... হয়তো তুমিও শিল্পলোকে এতখনে ব্যস্ত হয়ে গেছো তোমার নতুন কাজ নিয়ে...

সব শেষে এটুকুই বলবো--- "শিল্পী তুমি অমর রহে" তোমার শিল্পের মধ্যে দিয়ে... ভালো থেকো...

- **ইতি**

তোমার হতভক্ত তৃষা

তৃষা চক্রবর্তী
চতুর্থ সেমিস্টার (দ্বিতীয় বর্ষ)
বাংলা বিভাগ

আঁকিবুঁকি

সুলগ্না দে
চতুর্থ সেমিস্টার (দ্বিতীয় বর্ষ)
বাংলা বিভাগ

প্রীতি গিরি
চতুর্থ সেমিস্টার (দ্বিতীয় বর্ষ)
বাংলা বিভাগ

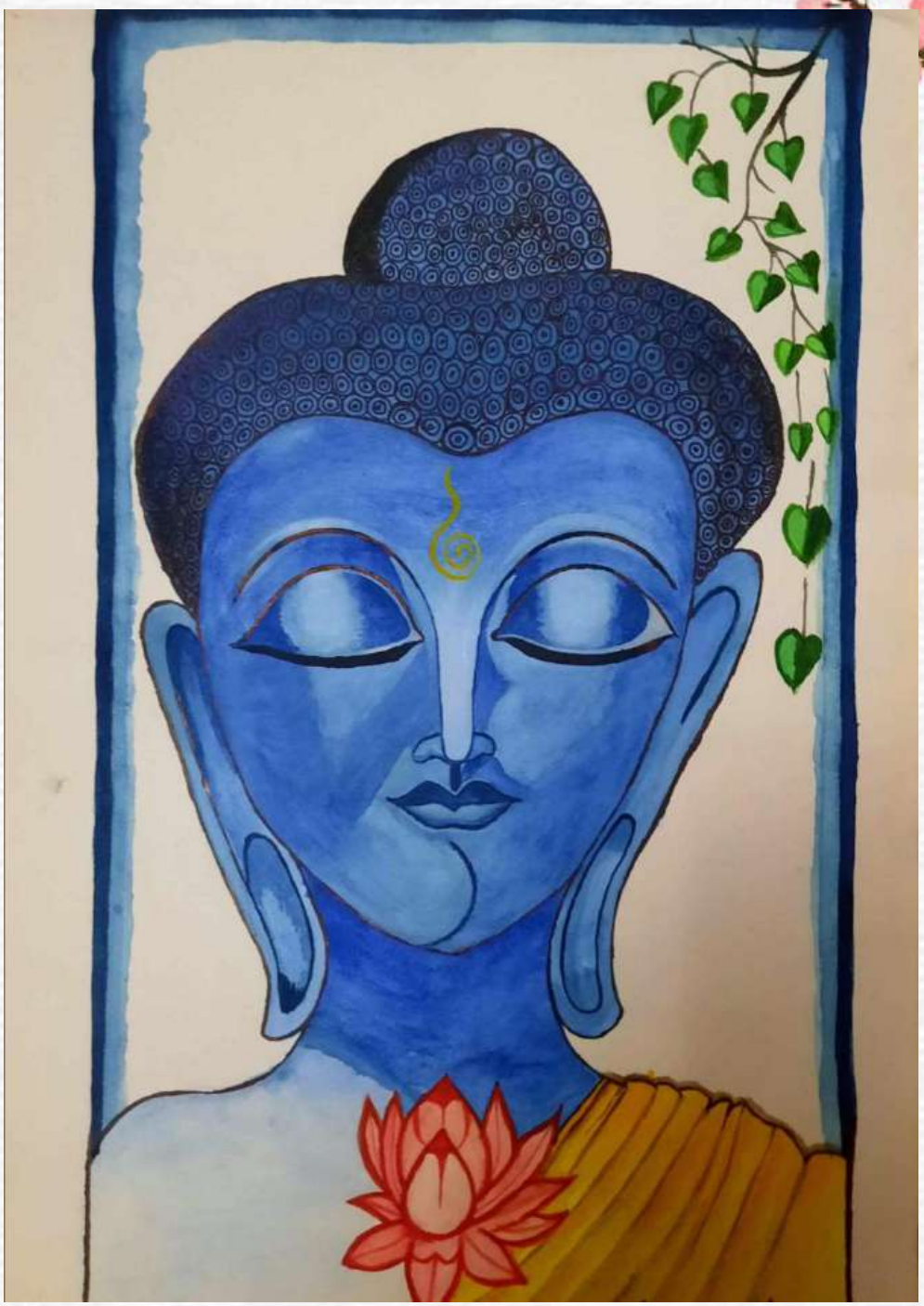

চন্দ্রানী সাহা
দ্বিতীয় সেমিস্টার (প্রথম বর্ষ)
বাংলা বিভাগ

হেতু বর্মণ
দ্বিতীয় সেমিস্টার (প্রথম বর্ষ)
বাংলা বিভাগ

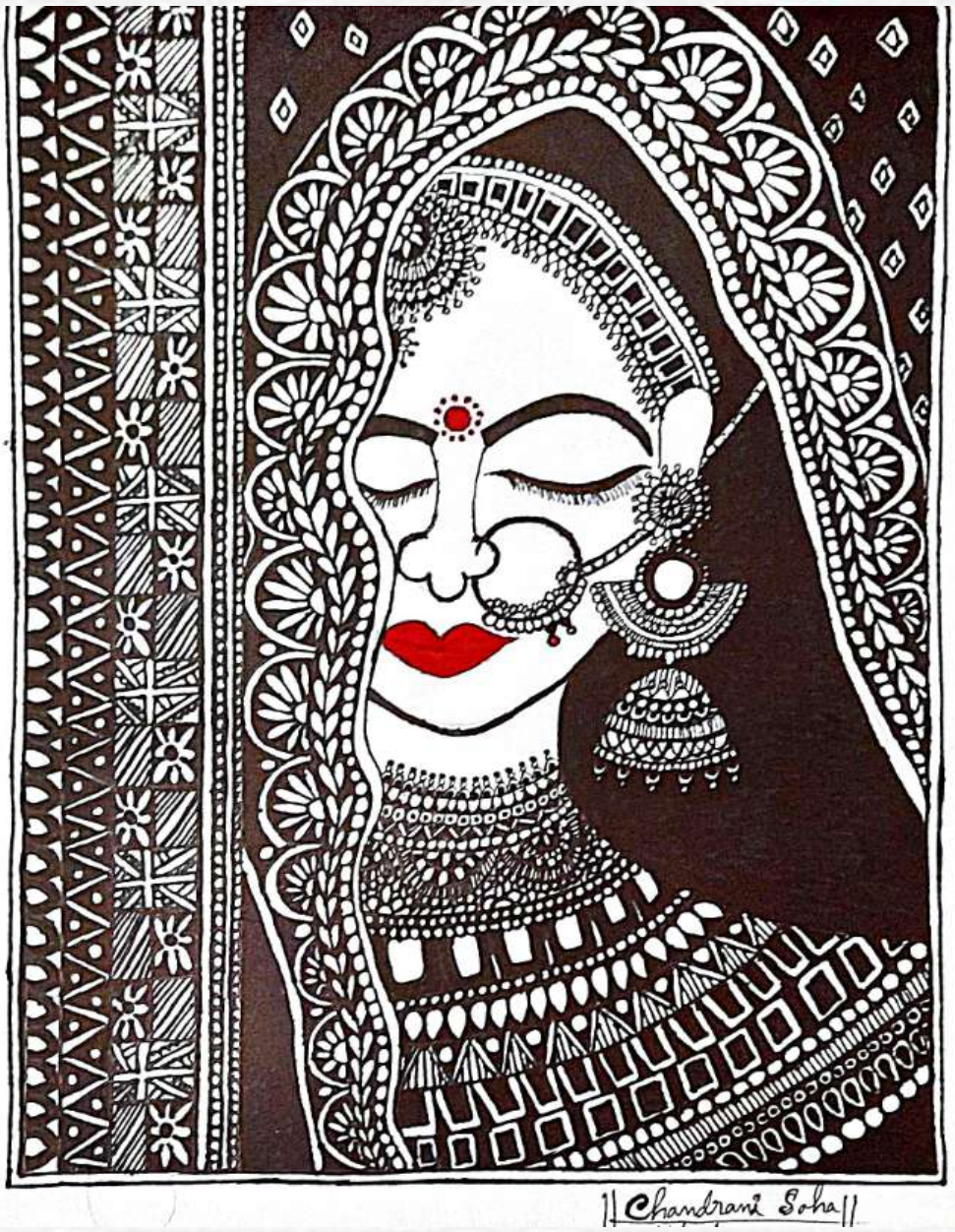

চন্দ্রানী সাহা
দ্বিতীয় সেমিস্টার (প্রথম বর্ষ)
বাংলা বিভাগ

ফটোগ্রাফি

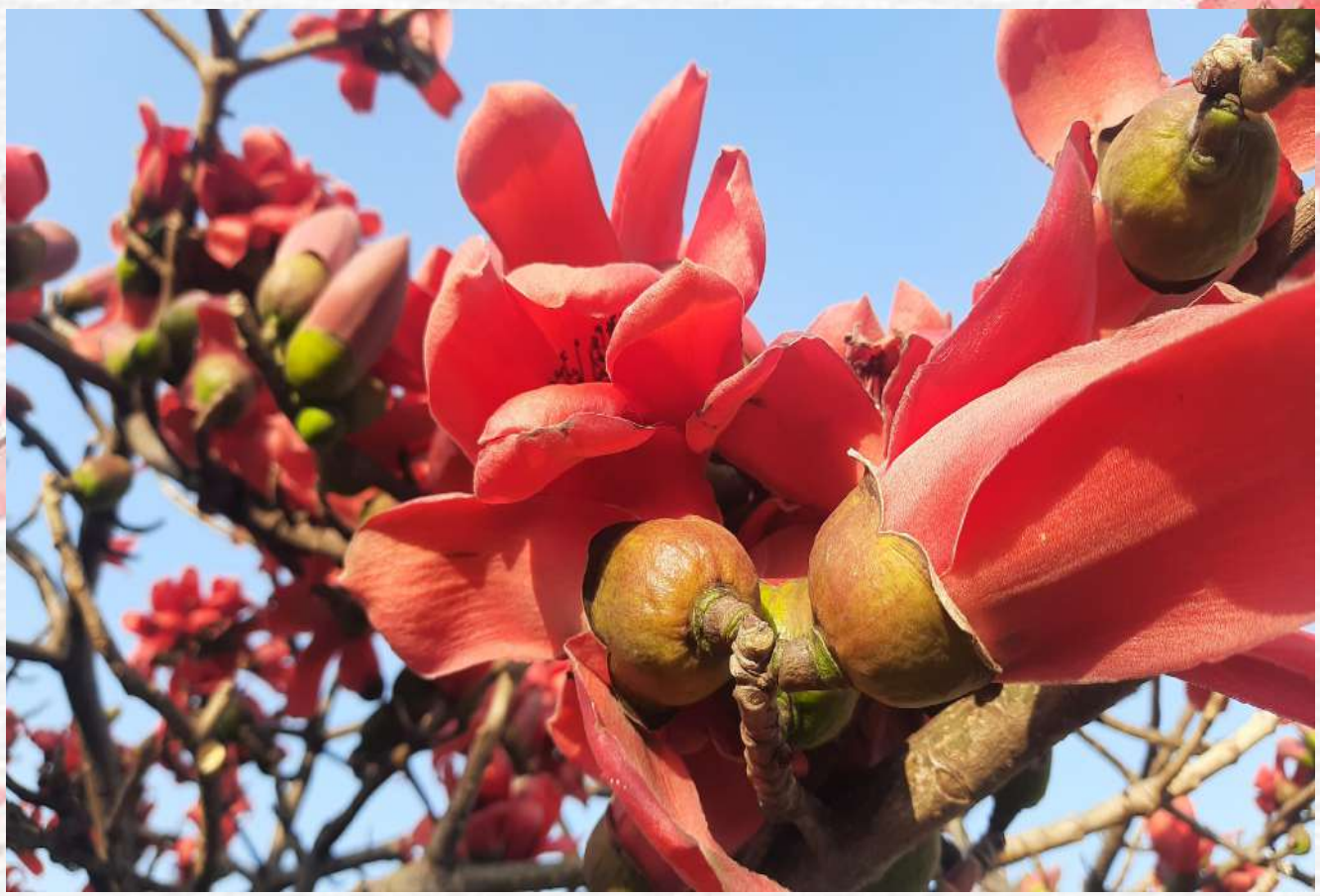

“বসন্ত এসে গেছে...”

সুলগ্না দে
চতুর্থ সেমিস্টার (দ্বিতীয় বর্ষ)
বাংলা বিভাগ

“যখন নয়নতারা নয়ন কাড়ে”

প্রীতি গিরি
চতুর্থ সেমিস্টার (দ্বিতীয় বর্ষ)
বাংলা বিভাগ

“ফুলে ফুলে ঢলে ঢলে”

প্রীতিষা মাইতি
ষষ্ঠ সেমিস্টার (তৃতীয় বর্ষ)
বাংলা বিভাগ

“বসন্তের ছোঁয়া”

ঈশা মন্ডল
চতুর্থ সেমিস্টার (দ্বিতীয় বর্ষ)
ভূগোল বিভাগ

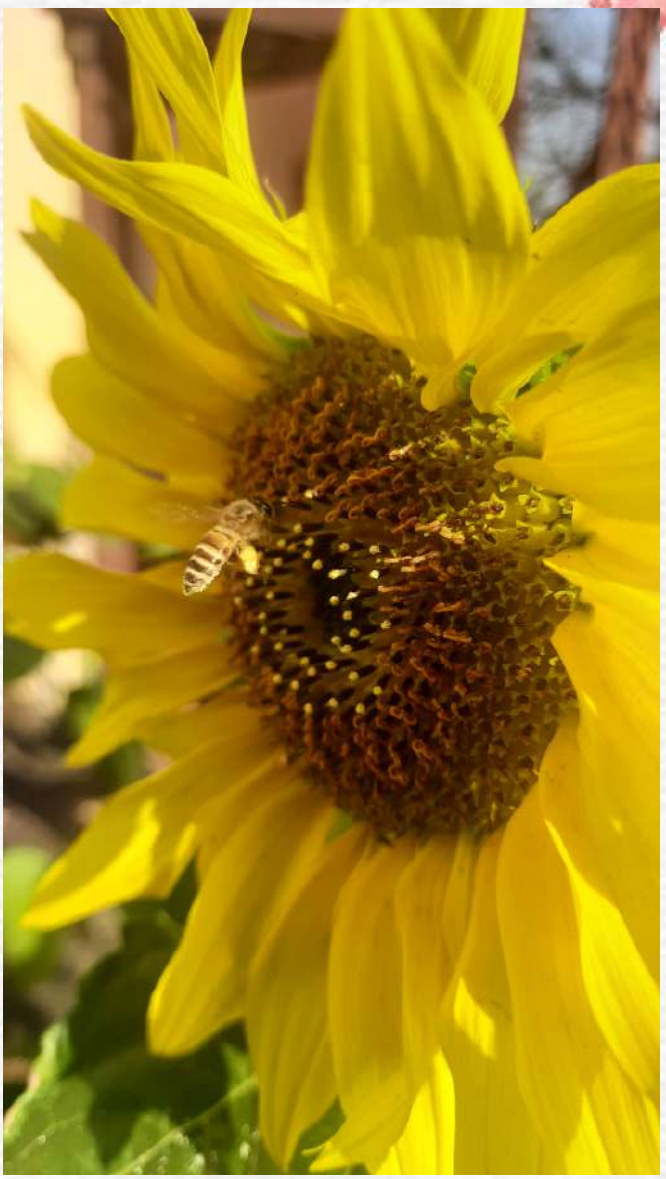

“আহরণ নয়। যদি বলি মিলন!”

সুলগ্না দে
চতুর্থ সেমিস্টার (দ্বিতীয় বর্ষ)
বাংলা বিভাগ

“এক রঙিন গোধূলি”

প্রীতি গিরি
চতুর্থ সেমিস্টার (দ্বিতীয় বর্ষ)
বাংলা বিভাগ

"স্নিগ্ধতা"

প্রীতিষা মাইতি
ষষ্ঠ সেমিস্টার (তৃতীয় বর্ষ)
বাংলা বিভাগ

“আপনমনে”

সুলগ্না দে
চতুর্থ সেমিস্টার (দ্বিতীয় বর্ষ)
বাংলা বিভাগ

“কিছু শৈশব আজও প্রাণোচ্ছল”

প্রীতিষা মাইতি
ষষ্ঠ সেমিস্টার (তৃতীয় বর্ষ)
বাংলা বিভাগ

সমাপ্ত